দৈনিক ইনকিলাব

268

তারিখ 28 DEC 1988
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র

কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা

গত ১১ ডিসেম্বর দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় 'সম্পাদক সমীপে' কলামে প্রকাশিত আয়েশা আক্তার-এর কম্পার্টামেন্টাল পরীক্ষা প্রসঙ্গে পত্রটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। আমি পত্র লেখিকার বক্তব্য সমর্থন করি। কারণ এইচএসসি পরীক্ষায় যেখানে এ বৎসর অর্ধেকেরও বেশী ছাত্র-ছাত্রী অকৃতকার্য হয়েছে, সে ক্ষেত্রে এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অনেকে, অন্যান্য বিষয়ে খুব ভাল নম্বর পেয়েও দুর্ভাগ্যবশতঃ একটি বিষয়ে পরীক্ষা না দিয়ে অকৃতকার্য। বিষয়টিতে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দিলে একদিকে যেমন মূল্যবান একটি বছর বেঁচে যাবে, অন্যদিকে তেমনি তারা আর্থিক দিকে লাভবান হবে। এ প্রেক্ষিতে ১৯৮৫ সালের পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির দেয়া রিপোর্টটি অত্যন্ত গুরুত্বের দাবীদার। অতএব, অতিসত্বর এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—এ, এস, এম, এনামুল হক (প্রিন্স),
সরকারী তোলারাম কলেজ,
নারায়ণগঞ্জ।

বিকম পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

গত ৮ ডিসেম্বর দৈনিক ইনকিলাবে 'সম্পাদক সমীপে' কলামে প্রকাশিত মুহাম্মদ হোসেনের 'এবারের বিকম পরীক্ষার প্রশ্নপত্র' শীর্ষক পত্রের বিষয়ের সাথে আমি একমত নই। তিনি এবারের হিসাব বিজ্ঞান তৃতীয়পত্রের প্রশ্নপত্রকে 'জটিল ও দুর্বোধ্য' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এর উত্তরে বলতে চাই, কোন ছাত্র-ছাত্রীর কাছে একটি বিষয় তখনই জটিল ও দুর্বোধ্য মনে হয় যখন সে বিষয়টি সম্পর্কে তার বুঝার ক্ষমতা থাকে অল্প। ফলে যারা এ বিষয়টি ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হননি তাদের কাছেই প্রশ্নপত্রটি ছিল জটিল ও দুর্বোধ্য। পত্র লেখক আরও লিখেছেন যে, প্রশ্নপত্রে না-কি 'আনকমন' প্রশ্ন ছিল। এ প্রসঙ্গে বলতে চাই, তাদের কাছেই প্রশ্ন 'আনকমন' মনে হয় যারা না-কি মুষ্টিমেয় কতগুলো ভাল কলেজের সাজেশন ভিত্তিক প্রশ্ন পড়ে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করেন। তবে এটা সত্য যে, উপরোক্ত বিষয়ের প্রশ্নের উপর পূর্ণমান ১০০ লেখা থাকলেও প্রশ্নের ভেতর মোট নম্বর ছিলো ৯৬। এ বিষয়টির যথাযথ সমাধানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

—মোঃ তৌহিদুল আলম খান,
ঢাকা সিটি কলেজ, ঢাকা।

উত্তরবংগে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের শতকরা ৮০ জন লোকের পেশা কৃষি। এ দেশের অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কৃষি প্রধান এই দেশে কৃষি সম্পর্কে জানবার ও পড়বার ব্যাপক কোন সুযোগ-সুবিধা নেই। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ কৃষি শিক্ষা এবং প্রযুক্তির দিক থেকে বহুদিন ধরে অবহেলিত।

যদিও সম্প্রতি দিনাজপুরে একটি কৃষি কলেজ স্থাপিত হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ফলে, কৃষি এবং কৃষি বিষয়ক জ্ঞানার্জন ও তার যথাযথ সুষ্ঠ প্রয়োগ একটি কাল্পনিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আশার কথা, বর্তমানে সরকার কৃষি বিষয়ক উন্নয়নের দিকে যথেষ্ট নজর দিয়েছেন। তাই আমরা উত্তরবঙ্গে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—আলীম ও জাহাঙ্গীর,
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য নির্ধারিত পোশাক

বর্তমানে দেশের বিভিন্ন মাদ্রাসায় প্রায় লক্ষাধিক ছাত্র পড়াশুনা করছে। কিন্তু স্কুল ছাত্রদের ন্যায় মাদ্রাসা ছাত্রদের কোন নির্দিষ্ট পোশাক না থাকায় ক্লাসে ইচ্ছানুযায়ী পোশাক পড়ে আসে। যা বেশ দৃষ্টিকটু।

অতএব মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ মাদ্রাসা ছাত্রদের জন্য পোশাক নির্দিষ্ট করে দেয়া হোক।

—মোঃ আতীকুর রহমান (সাব্বার),
১৫৩/এ, ২য় কলোনী,
মাজার রোড, মিরপুর,
ঢাকা-১২১৮।